প্রথম আলো

তারিখ 25 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাওনা আদায়ে ৭৩ শিক্ষকের নামে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

চাকরিচ্যুত ৭৩ শিক্ষকের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া হবে। এর পরও টাকা পরিশোধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষা ছুটি শেষে কাজে যোগ না দেওয়া এসব চাকরিচ্যুত শিক্ষকের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা এক কোটি ২৯ লাখ ৬৩ হাজার ৭৭৮ টাকা। ছুটির সময়ে বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতা বাবদ তাঁরা ওই টাকা পেয়েছিলেন।

গত মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের নামে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটি নিয়ে বিদেশে গেলে তাঁদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। তবে ছুটি শেষে কাজে যোগ না দিলে ওই টাকা ফেরত দেওয়া হবে মর্মে শিক্ষকেরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকেন।

২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রশাসন শিক্ষা ছুটি শেষে কাজে যোগ না দেওয়ায় চাকরিচ্যুত ১০৯ জন শিক্ষকের তালিকা তৈরি করে। তাঁদের কাছে মোট পাওনা ছিল এক কোটি ৯৫ লাখ ৪২৮ টাকা। এরপর গত আট বছরে বিভিন্ন সময়ে ৩৬ জন শিক্ষক ৬৫ লাখ ৩৬ হাজার ৬৫০ টাকা পরিশোধ করেন। কিন্তু ৭৩ জন এখনো পাওনা পরিশোধ করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মঈনুল ইসলাম গতকাল বুধবার *প্রথম আলোকে* বলেন, এসব শিক্ষকের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অবহিত নয়। এ জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে।

বাধ্যতামূলক ছুটিতে একজন: আরবি বিভাগের শিক্ষক এ টি এম ফখরুদ্দিনের সন্তানেরা এক ছাত্রীকে তাঁর অফিসকক্ষে মারধর করায় সিন্ডিকেট সভা তাঁকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়েছে। এ ছাড়া ঘটনা তদন্তে সিন্ডিকেট সদস্য এ এস এম মেজবাহউদ্দিনকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৬ অক্টোবর অধ্যাপক ফখরুদ্দিনের কক্ষে তাঁর দুই সন্তান এক ছাত্রীকে মারধর করেন। এর পর থেকে ওই শিক্ষকের কোনো হদিস পায়নি কর্তৃপক্ষ। ছাত্রীটি দাবি করেছেন, শিক্ষক ফখরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে।

এদিকে উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানিয়েছেন, সিন্ডিকেট সভায় ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য রোকেয়া হলের অভ্যন্তরে একটি ভবন নির্মাণেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।